দৈনিক খবর

তারিখ 06 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

৫৭

ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে বরিশালের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

● বরিশাল থেকে কাজী বাবুল ●

ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ। যে কোন সময় কলেজে সংঘর্ষ শুরু হতে পারে। প্রধান দুই ছাত্র সংগঠনের টানা-হেঁচরায় পড়ে ভর্তি হতে আসা ছাত্ররা আতংকিত। প্রতিদিন ভোর রাতে লঞ্চঘাটে ঢাকা থেকে ভর্তি হতে আসা ছাত্রদের নিয়ে চলে দু'পক্ষের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা। দু'গ্রুপই প্রতিদিন একে অপরের প্রতি মারমুখী হচ্ছে। ঘটছে ছোটখাট সংঘর্ষ।

বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ এখন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের প্রতিযোগিতার মাঠ। বর্তমানে কলেজে ছাত্র ভর্তি চলছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা সুষ্ঠুভাবে ভর্তি হতে পারছে না। বরিশালে পা দেবার সাথে সাথেই শিকার হচ্ছে নোংরা ছাত্র রাজনীতির। যে সংগঠন মেডিকেলে ভর্তি হতে আসা ছাত্রটির কাছে যতো তাড়াতাড়ি যেতে পারবে ততো তাড়াতাড়ি ঐ ছাত্রকে সেই সংগঠনের সমর্থক বলে চিহ্নিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে যদি ঐ ছাত্র সেই সংগঠনটিকে সমর্থন নাও করে তবুও সে ঐ দলের সমর্থক। প্রয়োজনবোধে ছাত্রটিকে ভয় কিংবা লোভ দেখানো হবে বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্রনেতা জানিয়েছেন, শাসক দলের অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। এই সংগঠনের কর্মীরা ঢাকা গিয়ে সম্ভাব্য মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের খুঁজে বের করছে এবং বিলাসবহুল লঞ্চের প্রথম শ্রেণীর কেবিনে বিনা খরচে তাদের নিয়ে আসছে। নিয়ে আসার পরে লঞ্চঘাট থেকে অন্য একটি গ্রুপ সেই ছাত্রটি যেনো অন্য সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে কথা বলার সুযোগ না পায় সে জন্যে তাকে নিজেদের রুমে তোলে।

প্রতিদিন ভোর রাতে ঢাকার লঞ্চঘাটে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ৩০/৩৫ জন মেডিকেল এবং বাইরের নেতা-কর্মীকে লঞ্চের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। এরা ঢাকা থেকে ভর্তি হতে আসা ছাত্রদের সনাক্ত করে নিজেদের দলভুক্ত করার চেষ্টা করে। আর এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই প্রভাবশালী দুই ছাত্র সংগঠনের কর্মীর মধ্যে বাক-বিতন্ডা ও হাতাহাতি হয়। গত শনি ও রোববার সকালে এ ধরনের দু'টি ঘটনা এই প্রতিবেদকের সামনে ঘটে। আশংকা করা হচ্ছে, যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটতে পারে।

অপরদিকে ভর্তিচ্ছু ছাত্ররা অসহায় হয়ে পড়েছে। এদের অভিভাবকরাও এ ধরনের ঘটনায় আতংকিত। অনেক বাবা-মাই তাদের সন্তানদের কলেজের এ নোংরা ছাত্র রাজনীতির খপ্পর থেকে রক্ষা করতে মাইগ্রেশনের চিন্তাভাবনা করছেন। সে ক্ষেত্রেও রয়েছে এদের বাধা। গত বছর ৫০ জন ছাত্র মাইগ্রেশনের ফরম পূরণ করলেও তৎকালীন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এই ফরম উধাও করে ফেলেন। ফলে ঐ ছাত্ররা মাইগ্রেশন করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে বিগত বছরগুলোতে বেশ কয়েক দফা ছাত্র সংঘর্ষ হয় এবং কলেজ বন্ধ হয়েছিল।